বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

Muslim Ummah of North America (MUNA)

2024

২০২৪ সালের সাব-চেপ্টার সমূহের সাপ্তাহিক বৈঠকের কর্মসূচী ও রেফারেন্স

Agenda 2024 Bangla for Sub-Chapter's Meeting with References

সাপ্তাহিক প্রোগ্রামগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় নির্দেশনা:

❑ Dawah Through Muna Sociial Service & Al-Qur'an Dawah Center:

❍ প্রতিটি Sub-chapter এককভাবে অথবা একাধিক Sub-chapter সম্মিলিতভাবে মাসের প্রথমে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা এবং বিভিন্ন ভাষায় কুরআন সহ প্রয়োজনীয় দাওয়াতী সামগ্রী বিতরণ এবং সেই সাথে সামর্থের আলোকে সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দ্যোগ নেয়া।

- নতুন ইমিগ্র্যান্টদেরকে চাকরী ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
- অসুস্থ লোকদের দেখতে যাওয়া ও তাদের সেবা করা। কেউ মারা গেলে তার দাফন কাফনে সহযোগিতা করা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানানো।
- Muna Food Bank প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্নক সহযোগীতা করা।
- যাদের Job নেই অথবা Job হারিয়েছে তাদেরকে Job পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
- প্রতিবেশীদের সুখে দুঃখে তাদের খোঁজ খবর নেয়া। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।
- Prisoner Service: Prison visit, বিশেষকরে মুসলিম প্রিজনারদের মধ্যে ইসলামী বই-পুস্তক, কুরআন-হাদীস বতরণ, ইসলামিক লেকচার, এবং জুমুয়া খুৎবার ব্যবস্থা করা। এইসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে Prison Code এবং অন্যান্য নিয়ম মেনে চলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বোনেরা তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে সামর্থ্য ও বাস্তবতার আলোকে দাওয়াতী কাজ ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবেন।

❑ মাসের প্রথম সপ্তাহঃ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত / দাওয়াতী সামগ্রী বিতরণ:

- মুনা গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজকে সর্বাধিক গুরুত্তারোপ করছে। মাসের প্রথম সপ্তাহে সাব-চেপ্টার সমুহ যে কোন সুবিধাজনক দিনে এক বা একাধিক দাওয়াতী গ্রুপ বের করবেন। বোনদের সাব-চেপ্টারের জন্য দাওয়াতী গ্রুপ বের করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে পরিকল্পিতভাবে সম্ভাব্য জায়গায় দাওয়াতী যোগাযোগ করতে পারেন।
- গ্রুপ দাওয়াতের ব্যাপারে মুনা কর্মপদ্ধতির নির্দেশনা নিম্নরূপ:

"দাওয়াতী কাজের একটি সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ। একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি গ্রুপ করতে পারেন। এ গ্রুপে একজন পরিচালক থাকবেন। গ্রুপের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট একজন কথা বলবেন। অন্যরা মনে মনে আল্লাহ্কে স্মরণ (যিকর) করবেন। গ্রুপের সাথে সম্ভব হলে ইসলাম সম্পর্কিত প্রাথমিক বইপত্র ও প্রকাশনী সামগ্রী যথাসম্ভব রাখতে পারেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, কারো সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিৎ হবে না। উল্লেখ্য যে, উপস্থিতি বেশী হলে একাধিক গ্রুপ গঠন করতে পারেন।"

- রাস্তায় দাওয়াতী কাজে বের হওয়ার সময় অবশ্যই আপনার উর্ধতন দায়িত্বশীলকে অবহিত রাখবেন।
- গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত চলাকালে নতুন লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পাশাপাশি দাওয়াতী বন্ধুদের সাথে যোগোযোগ এবং নিষ্ক্রিয় জনশক্তির সাথেও যোগাযোগ করবেন।

দাওয়াতী বৈঠক: কেবলমাত্র প্রতিকূল আবহাওয়া বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত বের করা সম্ভব না হলে দাওয়াতী বৈঠকের আয়োজন করা যেতে পারে। দাওয়াতী বৈঠকের আগে সকল জনশক্তি নিজ নিজ পরিচিত ও যোগাযোগকৃত লোকজনকে বৈঠকে উপস্থিত করানোর জন্য চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ/টেলিফোন/রাইড প্রদানের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা চালানো যায়।

❑ **মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:**

সামষ্টিক পাঠের পরিচালক নির্দিষ্ট বই বা বিষয়ে পড়াশুনা করে নোট করে আসবেন, যাতে বৈঠকের শেষ দিকে নির্দিষ্ট বিষয়ে, পয়েন্ট আকারে, সংক্ষিপ্ত সময়ে পুরো বিষয়টি শ্রোতাদের নিকট তুলে ধরতে পারেন।

সামষ্টিক পাঠে সাধারণত একটি বইয়ের অংশবিশেষ পড়া হয় এবং জনশক্তির মধ্যে পুরো বইটি পড়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তাই সামষ্টিক পাঠের দিনে জনশক্তিকে সংশ্লিষ্ট বইয়ের পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সরবরাহ করার জন্য সাব-চেপ্টার সমূহকে চেষ্টা করতে হবে যাতে জনশক্তি পুরো বইটি ব্যক্তিগত ভাবে পড়ে নিতে পারেন।

❑ **মাসের তৃতীয় সপ্তাহ: সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক, মাসায়েল আলোচনা ও জরুরী দো'আ শিক্ষা:**

সহীহ কুরআন তালিম ক্লাসের জন্য প্রতিটি চেপ্টার একজন পরিচালক নির্দিষ্ট করবেন, যিনি তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা পরিচালনা করবেন এবং সফলভাবে কুরআন সহীহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

মুনা একাডেমীর সহীহ কুরআন কোর্সে অংশগ্রহণ করে, ভাই-বোনগণ কুরআন সহীহ করার সুয়োগ নিতে পারেন।

❑ **মাসের চতুর্থ সপ্তাহ:** এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:

ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনা করা। এসময়ে সমর্থক ও এসোসিয়েট মেম্বার বৃদ্ধির পর্যালোচনা করা। এবং সাব-চেপ্টারের পরবর্তী মাসের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বাইতুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে রিপোর্ট এনট্রি করা।

❑ দারসুল কুরআন: দারসুল কুরআন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য সাব-চেপ্টার এজেন্ডার রেফারেন্সের সাথে কি পয়েন্ট ও টেইক হোম ম্যাসেজ সংযুক্ত করা হয়েছে।

❑ দারসুল হাদীস: দারসুল হাদীস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য সাব-চেপ্টার এজেন্ডার রেফারেন্সের সাথে কি পয়েন্ট ও টেইক হোম ম্যাসেজ এবং বাংলা অনুবাদসহ পূর্ণ হাদীস সংযুক্ত করা হয়েছে।

❑ অনলাইনে রিপোর্ট এনট্রি: সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি বৈঠকে শেষ করা।

❑ **মাসের ৫ম সপ্তাহ যদি থাকে:** পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন।

সাপ্তাহিক প্রোগ্রামগুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য করণীয়:

➢ প্রতি মাসের প্রোগ্রামসমূহের উপায়-উপাদান (রেফারেন্স সমূহ) অন্তত: আগের মাসে ভাই বোনদের নিকট পৌঁছাবেন এবং সাপ্তাহিক প্রতিটি প্রোগ্রামের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ভাবে বন্টন করে দেবেন।

➢ ফলপ্রসূ এবং আকর্ষনীয় প্রোগ্রামের জন্য সময়ের সঠিক ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বশীলগণ সময়ের প্রতি যত্নবান হবেন। সপ্তাহিক বৈঠকের এজেন্ডাসমূহ এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করবেন।

মাস ও সপ্তাহ	সপ্তাহ ভিত্তিক সাব-চেপ্টার বৈঠকের কর্মসূচীর বিবরণ
জানুয়ারী ১ম সপ্তাহ	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক: দারসুল কুরআন: সূরা (৪১) হা-মীম আস সাজদাহ অথবা ফুসসিলাত: ৩০-৩৫, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান। অথবা ➢ আলোচনা: মুনা পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য।
জানুয়ারী ২য় সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ হাদিস পাঠ: পরকালে জবাদিহিতা: তিরমিজী:২৪১৬, ২৪২৮, ৪১৩, সহীহ বুখারী:৫১৮৮, ৬৫৩৭, আবূ দাউদ:৪৭৫৫, মুসলিম (ই: ফা:):৭১৭০। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীস সমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ হাদীস মুখস্থ: আবূ দাউদ : ৩১১৬ (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) সামষ্টিক পাঠ: মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, নঈম সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৮০-৮৭। (রাসূলুল্লাহ সা. এর কথাবার্তা ও বক্তৃতা) (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।

জানুয়ারী ৩য় সপ্তাহ	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১) আল ফাতেহা। ➢ মাসায়েল আলোচনা: জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব ও মহিলাদের জামায়াতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৯৯-২০০ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
জানুয়ারী ৪র্থ সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৫০) ক্বাফ: ১৬-৩৫, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্‌র লিপিবদ্ধ করছেন। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
জানুয়ারী ৫ম সপ্তাহ	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
ফেব্রুয়ারী ১ম সপ্তাহ	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত**:** গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক**:** দারসুল কুরআন**:** সূরা (৭) আল আরাফ: ১৭০-১৭৪, সালাত। অথবা ➢ আলোচনা**:** আল কোরআন: জানতে হবে, মানতে হবে।
ফেব্রুয়ারী ২য় সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক**: ➢ দারসুল কুরআন**:** সূরা (২) বাক্বারাহ:১১০ , যাকাত। ➢ হাদীস মুখস্থ**:** সূনান আত তিরমিজী:২৬২৩। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: সাহাবী পরিচিতি: আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা:) (পুরুষ সাব-চেপ্টারের জন্য), সাফিয়্যা বিনতি আব্দুল মুত্তালিব (রা:) (মহিলা সাব-চেপ্টারের জন্য)। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
ফেব্রুয়ারী ৩য় সপ্তাহ	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা**:** সূরা (১১৪) আন নাস। ➢ মাসায়েল আলোচনা: যাকাত: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড, পরিচ্ছেদ ৩-১১) পৃষ্ঠা: ২৮৪-২৯০। অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
ফেব্রুয়ারী ৪র্থ সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৪) আন নিসা:৩৬-৪০। আত্নীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও এতিমদের সাথে সদ্ব্যব্যহার। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

মার্চ **১ম সপ্তাহ**	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত**:** গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার **১**ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক**:** অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৭৯) আন নাযিয়াত: **১৭-২৬** (দ্বীন প্রচারের হিকমাত)। অথবা আলোচনা**:** মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ও পুরস্কার।
মার্চ **২য় সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল কুরআন**:** সূরা (২) আল বাক্বারাহ: **১৮৩-১৮৭**, রামাদ্বানের শিক্ষা। ➢ হাদীস মুখস্থ**:** সহীহ বুখারী:**৬৯**। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: আখেরাতের জীবনচিত্র- আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
মার্চ **৩য় সপ্তাহ**	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (৯৭) আল ক্বাদর। ➢ মাসায়েল আলোচনা: ইতিক্বাফ: ফিকহুস সুন্নাহ **১**ম খন্ড, পৃষ্ঠা: **৩৮৮-৩৯৬** অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
মার্চ **৪র্থ সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ হাদীস পাঠ**:** সংগঠন: তিরমিজী:২৮৬৩, ২১৬৫, ২১৬৭, মুসলিম (ই: ফা:):৪৩৩২, ৪৬৩৩, আবূ দাউদ: ২৬০৮, ৪৭৫৮, ৫৪৭, বুখারী:৭০৫৪ (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীস সমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে।) ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
মার্চ **৫ম সপ্তাহ**	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি **৫**ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট**-১** থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
এপ্রিল **১ম সপ্তাহ**	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত**:** গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার **১**ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক**:** অর্থসহ তেলাওয়াত**:** সুরা (১৮) কাহাফ: **১০২-১১০**, মানুষের শেষ ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অথবা ➢ আলোচনা**:** ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।
এপ্রিল **২য় সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল কুরআন**:** সূরা (৪৯) আল হুজুরাত: **১৭-১৮**, দ্বীনের জন্য কাজ করার সুযোগ আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহ। ➢ হাদীস মুখস্থ**:** সুনান আবূ দাউদ:**৩৬৬১**। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা, লেখক: আব্দুস শহীদ নাসিম, পৃষ্ঠা:**১৪-২৯**। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।

এপ্রিল **৩য় সপ্তাহ**	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা**:** সূরা (১১৩) আল ফালাক্ব। ➢ মাসায়েল আলোচনা: বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত পাত্র-পাত্রীর সাক্ষাতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড)পৃষ্ঠা:৩৭-৪০ ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
এপ্রিল **৪র্থ সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (২) আল বাক্বারহ: ১৯৬-২০৩, হজ্জ। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
এপ্রিল **৫ম সপ্তাহ**	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
মে **১ম সপ্তাহ**	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত**:** গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক**:** অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৩১) লোকমান: ১২-১৯, লোকমান (আঃ) এর উপদেশ। অথবা আলোচনা**:** নামাজই নাজাত নামাজই জান্নাত।
মে **২য় সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল হাদীস**:** ইমাম নববীর ৪০ হাদীসের ৩৬ নং হাদীস, সমাজ সেবা। ➢ হাদীস মুখস্থ**:** সুনান আবূ দাউদ: ২৬০৮। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের কর্মনীতি, লেখক: শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায, পৃষ্ঠা:৫-৩১। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
মে **৩য় সপ্তাহ**	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা**:** সূরা (১১২) আল ইখলাস। ➢ মাসায়েল আলোচনা: কর্জ বা ঋণ: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৫২-১৫৪ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
মে **৪র্থ সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৭) আল আরাফ:৮০-৮৪, কাওমে লুতের অপরাধ ও তাদের পরিণতি। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
মে **৫ম সপ্তাহ**	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।

জুন **১ম সপ্তাহ**	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (১৫) আল হিজর: ৮৮-৯৯, জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা। অথবা আলোচনা: সন্তান আমার দায়িত্বও আমার ।
জুন **২য় সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল কুরআন: সূরা (৮) আল আনফাল: ২-৪, সত্যিকার মুমিনের পরিচয় ও তাঁদের পুরস্কার। ➢ হাদীস মুখস্থ: সুনান আবূ দাউদ:৪৭৫৮। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: আখেরাতের প্রস্তুতি, লেখক: অধ্যাপক মফিজুর রহমান, পৃষ্ঠা: ১৩-১৮। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
জুন **৩য় সপ্তাহ**	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১১১) আল লাহাব। ➢ মাসায়েল আলোচনা: নামাযের সুন্নতসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৬৩ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা: (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
জুন **৪র্থ সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (১১) হুদ: ৫০-৫৮, দায়ীর বৈশিষ্ট্য ও তাওবাহ ইস্তিগফারের ফজিলত। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
জুন **৫ম সপ্তাহ**	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
জুলাই **১ম সপ্তাহ**	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৫২) আত তূর:১৭-২৮। জান্নাত। অথবা আলোচনা: হিজরী সন, মুহাররাম ও আশুরার তাৎপর্য।
জুলাই **২য় সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল কুরআন: সূরা (২৪) আন-নূর ২৭-৩১, অনুমতি ও চক্ষু অবনত করার বিধান। ➢ হাদীস মুখস্থ: সহীহ বুখারী:৫০২৭। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: সফল জীবনের পরিচয়, লেখক: এ.কে.এম.নাজির আহমদ। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।

জুলাই **৩য় সপ্তাহ**	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা**:** সূরা (১১০) আন নাসর। ➢ মাসায়েল আলোচনা: মোজার উপর মাসেহ করা, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৯ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
জুলাই **৪র্থ সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ হাদীস পাঠ**:** সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? বুখারি:৫০২৭, ৬০৩৫, ২৩০৫, ৪৬৮৯, ২৭৮৬, ৬৪২৮ আহমাদ: ৬৭৬৫, তিরমিযী: ৩৮৯৫, ১৬৫২, ২২৬৩/২৪৩২, ১১৬২, আবূ দাউদ: ৬৭২, ইবনে মাজাহ:৪১১৯, সহিহুল জামে: ৩২৯১, নাসায়ী: ৩১১০। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীস সমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে।) ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
জুলাই **৫ম সপ্তাহ**	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
অগাস্ট **১ম সপ্তাহ**	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত**:** গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক**:** অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৬৯) আল হাক্কাহ:২৫-৩৭। জাহান্নাম। অথবা আলোচনা**:** মুনা কি কেন কিভাবে।
অগাস্ট **২য় সপ্তাহ**	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল হাদীস**:** মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৬৩৪৩, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? ➢ হাদীস মুখস্থ**:** আল-আদাবুল মুফরাদ:২৭৩। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, লেখক: মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
অগাস্ট **৩য় সপ্তাহ**	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা**:** সূরা (১০৯) আল কাফিরুন। ➢ মাসায়েল আলোচনা: নামাযে যেসব মাকরূহ ও যেসব কারণে নামায বাতিল হয়। ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৬ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)

অগাস্ট ৪র্থ সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (২) আল বাক্বারহ:২৭৫-২৭৯। সুদের পরিণতি। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
অগাস্ট ৫ম সপ্তাহ	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহ	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত**:** গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক**:** অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (১৭) বনী ইসরাঈল:২৩-৩৭। আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষতিপয় নির্দেশ। অথবা আলোচনা**:** ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা।
সেপ্টেম্বর ২য় সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল কুরআন**:** সূরা (৪৯) আল হুজুরাত: ১১-১২, উপহাস, দোষারোপ, গিবত না করা। ➢ হাদীস মুখস্থ**:** সহীহ বুখারী:৭৩৭৬। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: সাহাবী পরিচিতি: বিলাল ইবন রাবাহ (রা:) (পুরুষ সাব-চেপ্টারের জন্য), উম্মু সুলাইম বিনত মিলহান (রা:) (মহিলা সাব-চেপ্টারের জন্য)। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
সেপ্টেম্বর ৩য় সপ্তাহ	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা**:** সূরা (১০৮) আল কাওসার। ➢ মাসায়েল আলোচনা: শপথ, ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড), পৃষ্ঠা ১০৩-১০৯ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
সেপ্টেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৬৬) আত তাহরীম: ১০-১২, মুমিন নারীদের জন্য উপমা। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
সেপ্টেম্বর ৫ম সপ্তাহ	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।

অক্টোবর ১ম সপ্তাহ	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক:অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৪) আন নিসা:৩৬-৪০। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও এতিমদের সাথে সদ্ব্যব্যহার। অথবা আলোচনা: হালাল উপার্জনের গুরুত্ব।
অক্টোবর ২য় সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল হাদীস: সূনান আত তিরমিজী:২৮৬৩, সংগঠন। ➢ হাদীস মুখস্থ: সূনান আত তিরমিজী:১৮৫৫। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেখক: খুররম জাহ মুরাদ, প্রথম অধ্যায়। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
অক্টোবর ৩য় সপ্তাহ	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১০৭) আল মাউন। ➢ মাসায়েল আলোচনা: মৃত ব্যক্তির প্রতি উপকারী আমলসমূহ: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৪৬৫-৪৬৬ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা: (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
অক্টোবর ৪র্থ সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৭০) আল মাআরিজ: ২২-৩৫, মুসল্লিদের বৈশিষ্ট। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
অক্টোবর ৫ম সপ্তাহ	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
নভেম্বর ১ম সপ্তাহ	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (১৬) আন নাহল: ১০৪-১১০, আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে যাওয়ার পরিণতি। অথবা আলোচনা: আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়।
নভেম্বর ২য় সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ দারসুল কুরআন: সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ২৬৭-২৭৪, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান। ➢ হাদীস মুখস্থ: সহীহ বুখারী:৪৮১। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ সামষ্টিক পাঠ: কর্ম পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ২১-২৬। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
নভেম্বর ৩য় সপ্তাহ	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১০৬) কুরাইশ। ➢ মাসায়েল আলোচনা: মসজিদের বিবরণ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা ২১৪-২২০ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা: (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)

নভেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** ➢ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (৩) আল ইমরান: ১৪-১৭, দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য থেকে বাঁচতে হবে। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
নভেম্বর ৫ম সপ্তাহ	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।
ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ	**গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:** ➢ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত**:** গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকুল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা। ➢ দাওয়াতী বৈঠক**:** দারসুল কুরআন**:** সূরা (৪) আন নিসা:১৩৫। সামাজিক ন্যাবিচার। অথবা আলোচনা**:** মুমিনের জীবন হবে আখেরাত কেন্দ্রিক।
ডিসেম্বর ২য় সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ হাদীস পাঠ**:** হালাল হারাম: ইবনে মাজাহ:৩৩৬৭, বুখারী:২০৫৯, ৬৭৬৬, ২৬৮১, ৫৯৪৮, ২০৫১, ৭৪৪৬, ৫৯৭৩, মুসলিম (ই: ফা:):৬২৮৫, ২৫২, আবূ দাউদ:৪০৯৮, তিরমিজী:১৪৫৭ (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীস সমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে।) ➢ হাদীস মুখস্থ**:** সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৭৮। (রেফারেন্স পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংযুক্ত করা হয়েছে।) সামষ্টিক পাঠ: ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, সাইয়েদ হামেদ আলী, দ্বিতীয় অধ্যায় (আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক) (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)।
ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ	**সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:** ➢ সহীহ কুরআন তালিম**:** তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা**:** সূরা (১০৫) আল ফিল। ➢ মাসায়েল আলোচনা: রোগীর সেবা। ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা:৩৯৭-৪০৫ অথবা ➢ জরুরী দো'আ শিক্ষা**:** (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় দো'আ নির্ধারণ করুন)
ডিসেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ	**এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:** অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত**:** সূরা (১৯) মারয়াম: ১৬-৩৫ এবং সূরা (৪) আন নিসা: ১৫৭-১৫৮। ঈসা (আঃ) ও মারয়াম (আঃ) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। ☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)। ☑ এয়ানাত আদায়। ☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনলাইনে আপলোড করা। ☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

ডিসেম্বর ৫ম সপ্তাহ	➢ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে অনলাইন রিপোর্ট এনট্রি করার কাজটি ৫ম সপ্তায় করবেন এবং গ্রুপ দাওয়াতী কাজ অথবা বই নোট ওয়ার্কশপ অথবা বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ থেকে বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন।

রেফারেন্স: ২০২৪ সালের সাব-চেপ্টার সমূহের সাপ্তাহিক বৈঠক

দারসুল কুরআন রেফারেন্স: ২০২৪

১. জানুয়ারী ১ম সপ্তাহ: সূরা (৪১) হা-মীম আস সাজদাহ/ ফুসসিলাত: ৩০-৩৫, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (৪৩) আল আহক্বাফ: ১৩, সূরা (১১) হুদ: ১১২, সূরা (১২) ইউসুফ: ১০৮, সূরা (১৬) নাহল: ১২৫, সূরা (৩) আল ইমরান: ১০৪, ১৩৪, সূরা (২৪) আন নূর: ৫৪, সূরা (২৬) আশ-শুআরা: ১০৯, ১৪৫,১৬৪, সূরা (৩৮) সাদ: ৮৬, সূরা (১৩) আর-রাদ:২২, সূরা (২৮) আল-কাসাস:৫৪, সূরা (২৫) আল-ফুরকান:৬৩, সূরা (২৩) আল-মুমিনুন:৯৬, সূরা (১৭) আল-ইসরা:৫৩।

কি পয়েন্ট:

➢ আল্লাহর পথে অবিচল থাকা ➢ আল্লাহর দিকে আহবান ও সৎ কাজ করা । ➢ নিজেকে মুসলিম হিসাবে ঘোষণা করা। ➢ ভাল ও মন্দ সমান নয় ।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ যারা আল্লাহকে রব হিসাবে ঘোষণা করে তার পথে অবিচল থাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। ➢ যারা আল্লাহর পথে অবিচল থাকবে আল্লাহ তাদের বন্ধু হিসাবে থাকবেন দুনিয়া ও আখেরাতে । ➢ আল্লাহর দিকে আহ্বান সব কথার চাইতে উত্তম। ➢ মন্দের প্রতিহত উৎকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে করে শত্রুকে বন্ধু করা সম্ভব।

২. ফেব্রুয়ারী ১ম সপ্তাহ: সূরা (৭) আল আরাফ: ১৭০-১৭৪, সালাত।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (১১) হূদ: ১১৪, সূরা (১৪) ইব্রাহীম: ৪০, সূরা (২০) ত্ব-হা:১৪, সূরা (৪) আন নিসা: ১০৩, সূরা (৮৭) আল আ'লা: ১৪-১৫, সূরা (২৯) আল আনকাবূত:৪৫, সূরা (২৩) আল মুমিনূন: ১-২, সূরা (২) বাক্বারাহ: ২৩৮, ৪৫, সূরা (৭) আল আরাফ: ৩১, সূরা (১৯) মারইয়াম: ৫৯-৬০। মুনা ফ্লাইয়ার: নামাজই নাজাত নামাজই জান্নাত।

কি পয়েন্ট:

➢ আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। ➢ সালাত কায়েম করা। ➢ তাকওয়া । ➢ আলম-ই -বারজাখ এ আদম সন্তানের দেয়া সীকারুক্তি।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে। ➢ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির কাজের ফলাফল আল্লাহ নষ্ট করেন না। ➢ আলম-ই -বারজাখ এ আদম সন্তান, আল্লাহকে রব হিসাবে সীকারুক্তি দিয়েছে। কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে আর অস্বীকার করার সুযোগ থাকবেনা। ➢ আলম-ই -বারজাখ এ আদম সন্তান, আল্লাহকে রব হিসাবে সীকারুক্তি দিয়েছে। কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে আর অস্বীকার করার সুযোগ থাকবেনা। ➢ প্রতিটি মানুষই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে।

৩. ফেব্রুয়ারী ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক: সূরা (২) বাক্বারাহ: ১১০ যাকাত।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (৯) আত তাওবাহ:৬০, সূরা (২৪) নূর:৫৬, সূরা (৪১) ফুসসিলাত:৬-৭, সূরা (২) বাক্বারাহ:৪৩, ২৭৭, সূরা (৫৮) আল মুজাদালাহ:১৩, সূরা (৩০)রূম: ৩৯, সূরা (৩) আল ইমরান:১৮০, সূরা (৫) আল মায়িদাহ: ৫৫, সহীহ বুখারী:৮। ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড, পরিচ্ছেদ ৩-১১) পৃষ্ঠা: ২৮৪-২৯০।

কি পয়েন্ট:

➢ ইক্বামাতুস সালাহ ➢ যাকাত আদায় ➢ আমল আখিরাতে আগেই পাঠানো।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় ইসলামের অন্যতম দুটি বড় খুঁটি। ➢ ফরয যাকাত প্রদান করা, যা দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের প্রতি সদয় আচরণ এবং নিজের সম্পদকে পবিত্র করা।

➢ যাকাত আটটি নির্ধারিত কারণের যেকোনো একটিতে ব্যয় করা উচিত: দরিদ্র, অভাবী, যাকাত আদায়কারী, প্রত্যাবর্তনকারী, বন্দীদের মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, জিহাদ এবং আটকা পড়া মুসাফির। ➢ ইবাদতে খরচকৃত সময় শ্রম অর্থ সবকিছুই আল্লাহর কাছে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। ➢ আমরা কিভাবে ইবাদত করছি আল্লাহ সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখছেন এবং এর ওপরেই আমাদের পরবর্তী জীবনের অবস্থান ঠিক হবে।

৪. মার্চ ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ১৮৩-১৮৭, রামাদ্বানের শিক্ষা।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (৮) আল আনফাল:২৯, সূরা (৭৩) আল মুজ্জাম্মিল:৪, সূরা (৩৮) সাদ:২৯, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ:২৪, সূরা (৩৯) আয যুমার:৫৩, বুখারী:২০৮৩, তিরমিজী:৬১৪।

কি পয়েন্ট:

➢তাকওয়া ➢ সিয়াম ➢ কুরআন ও রামাদ্বান ➢ দোয়ার সঠিক পদ্ধতি। ➢ দোয়া; আল্লাহর সাথে সরাসরি কানেকশন ➢ কুরআনে বর্ণিত রোযার নিয়ম ও ইতিকাফ, ক্লিয়ার হালাল উপার্জন; তাকওয়া অর্জন ও দোয়া কবুলের পূর্ব শর্ত, আইনের মারপ্যাঁচের মধ্যমে কোন কিছু বৈধ না করা।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ একজন মুমিনের জন্য তাকওয়া অর্জন অপরিহার্য, আর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এটা অর্জন সম্ভব। ➢ মহা গ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের মাসকে আল্লাহ্ সিয়ামের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ➢ সিয়ামের মাধ্যেম মানুষ তার নফসকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হয়। সে নিজের অন্তরকে কালবে সালিম এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের রূহ তাজা হয় আর এতে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক বাড়ে। ➢ আল্লাহ্র সাথে সরাসরি সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে দোয়া। ➢ সরাসরি পরিষ্কার হালাল রুজি দোয়া ও ইবাদাত কবুলের অন্যতম শর্ত এবং তাকওয়া মেন্টেইনের উপায়।

৫. এপ্রিল ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

সূরা (৪৯) আল হুজুরাত: ১৭-১৮, দ্বীনের জন্য কাজ করার সুযোগ আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (৩) আলি-ইমরান: ১০৪, ১৬৪, সূরা (৬) আল আন'আম: ১৬৫, আবূ দাউদ: ৪৯৬২, মুসলিম (ই:ফা): ৬৩০৯।

কি পয়েন্ট:

➢ ইসলাম। ➢ ঈমান। ➢ হিদায়াত। ➢ মান্না- ইয়ামুন্নু, অনুগ্রহ/ধন্য।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ দীনের জন্য কাজ করে খোটা দেওয়া যাবে না। ➢দীনের জন্য কাজ করার তৌফিক পাওয়ার জন্য সব সময় আল্লাহর শোকর গুজার থাকতে হবে। ➢ মনে রাখতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হবে আমরা ঈমানদার না মুনাফিক।

৬. জুন ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

সূরা (৮) আল আনফাল: ২-৪। সত্যিকার মুমিনের পরিচয় ও তাঁদের পুরস্কার।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (২) বাক্বারহ: ১২১, সূরা (৩৯) যুমার: ২৩, সূরা (৭৯) নাযিয়াত: ৪০-৪১,

কি পয়েন্ট:

➢ আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর আয়াতের তেলাওয়াত মুমিনের অন্তরে কাঙ্খিত পরিবর্তন সৃষ্টি করতেই হবে। ➢ ঈমানের ফলশ্রুতিতে অবশ্যম্ভাবী রূপে কিছু বৈশিষ্ট্য মুমিনের জীবনে প্রস্ফুটিত হবেই, যেমন: তাওয়াক্কাল, আল্লাহর পথে খরচ, সালাত কায়েম। ➢ এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রস্ফুটিত হলেই সত্যিকারের মুমিন হওয়া সম্ভব।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ আমাদের কে আল্লাহর জিকির কোরআন তেলাওয়াত শোনার অভ্যাস করতে হবে। ➢ আল্লাহর কাছে সত্যিকারের মুমিন গণ্য হয়ে উত্তম সম্মান লাভ করার জন্য তাওয়াক্কাল, আল্লাহর পথে খরচ, সালাত কায়েম করা ইত্যাদি সদগুন দিয়ে জীবনকে সুসজ্জিত করতে হবে।

৭. জুলাই ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

সূরা (২৪) আন-নূর: ২৭-৩১, অনুমতি ও চক্ষু অবনত করার বিধান।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (২৪) আন-নূর: ৫৮-৫৯, সূরা (৪০) গাফির: ১৯, সূরা (১৭) ইসরা: ৩৬, সূরা (৮২) ইনফিতার: ১০-১২, সূরা (৪১) ফুসসিলাত: ২০ ।

قال رسول الله ﷺ: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ.

'অনুমতি গ্রহণ' তিনবার, তাতে যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, ভাল, অন্যথায় তুমি ফিরে আস।[মুসলিম (ইফা):৫৪৪৩]

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন কাওমের দরজায় আসতেন, তখন তিনি সে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং তিনি দরজার ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন এবং বলতেনঃ আসসালামু আলায়কুম! আসসালামু আলায়কুম! [আবু দাউদ (ইফাঃ) ৫০৯৬]

"لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যাক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু উপড়ে ফেল, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।[বুখারী(ইফাঃ) ৬৪৩৫]

কি পয়েন্ট:

➢অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতির বিধান ➢ অনুমতি না পেলে ফিরে আসা। ➢ মুমিনদের দৃষ্টিকে সংযত রাখা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করা। ➢ মুমিনাদের জন্য দৃষ্টিকে সংযত রাখা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করার সৌন্দর্য্য না করার নির্দেশ। পারিবারিক পরিবেশেও পর্দা রক্ষা করা এবং কোন অবস্থাতেই পর্দার লংগন না করা।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ অন্যের ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাওয়া, অনুমিতি তিন বার চাইতে হয়। ➢ অনুমতি চাওয়ার পর প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে ফিরে আসার জন্য বলা হলে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসতে হবে। ➢ ঈমান্দার পুরুষ ও মহিলাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিবেশে কিভাবে থাকতে হবে এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বাঁচার এটাই উত্তম ও সহজ পন্থা।

৮. সেপ্টেম্ব ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

সূরা (৪৯) আল হুজুরাত: ১১-১২, উপহাস, দোষারোপ, গিবত না করা।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (৩৬) ইয়া-সীন: ৩০, সূরা (৮৩) আল মুতাফফিফীন: ২৯-৩০, সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ১০৪, সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন): ৩০, ৫১৪৩, আবু দাউদ: ৪৮০৩, সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬৩১০, আবু দাউদ: ৪৮০৩, ৪৮৭৮

কি পয়েন্ট:

➢ এই দু'টি আয়তে আল্লাহ্ তায়ালা ৬ টি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ১. বিদ্রূপ ২. নিন্দা ৩. খারাপ নামে ডাকা ৪. বেশী ধারণা করা। ৫. দোষ অন্বেষণ করা। ৬. গীবত করা। ➢ এই কাজগুলো গুনাহের কাজ।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ সুস্থ সমাজের জন্য এই সামাজিক ব্যাধিগুলোকে নির্মুল করা জরুরী। নিজে বাচুন ও অপরকে বাঁচান।

৯. নভেম্বর ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ২৬৭-২৭৪, আল্লাহ্র রাস্তায় দান।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (৫৭) আল হাদীদ:৭-১২, সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ২৫৪,২৬১-২৬২, সূরা (১৪) ইবরাহীম:৩১, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ:৩৮, সূরা (৬৩) আল মুনাফিকুন: ৯-১০, সূরা (২৬) আশ্ শু'আরা: ৮৮, সূরা (২৮) আল কাসাস: ৬০, সূরা (২৫) আল ফুরকান: ৬৭, সূরা (১৭) বনী ইসরাঈল:২৯, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ:৩৮, সূরা (৩) আল ইমরান:৯২, সূরা (৯) তাওবাহ:৩৪-৩৫, সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন): ৭৪৩০, ২৪৪২, ২৮৮৬, ৬৪৪২, ৬৪৪৬ সূরা (৫১) আয যারিয়াত: ১৯, সূনান তিরমিজী: ২৩২৫, ২৩৪৫, ৩৩৫৪, ২৩৪৩।

কি পয়েন্ট:

➢ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। ➢ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ। ➢ আল্লাহ্র রাস্তায় ভালো জিনিস ব্যয় করা। ➢প্রকাশ্য, গোপনে, দিনে রাতে খরচ করা যাবে। ➢ গোপনে দান করাও উত্তম। ➢ শয়তান দারিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মুমিনদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। ➢ দান সাদাকাহ এবং যাকাতের প্রতিদান আল্লাহ্র হাতে।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, মানুষ হলো তার রক্ষণাবেক্ষণকারী। ➢ মানুষের প্রকৃত সম্পদ হলো: সে যায় খায়, পরিধান করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যা ব্যয় করে। ➢ সাদাকাহ, যাকাত এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ আল্লাহ্র। ➢ আল্লাহ্ তায়ালা সাদাকা ও সকল প্রকারের দানের প্রতিদান দিবেন এবং পাপ মোচন করবেন।

১০. ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ: সূরা (৪) আন নিসা:১৩৫। সামাজিক ন্যাবিচার।

দারস রেফারেন্স:

সূরা (১৬) আন নাহাল: ৯০, সূরা (৪২) আশ শূরা:১৫ সূরা (৫) আল-মায়েদাহ:৮, সূরা (৪) আন নিসা:৫৮।

"اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ" .

তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে।[আবু দাউদ:৩৫০৬]

"مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ " .

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের খিদমত করার উদ্দেশ্যে বিচারক নিযুক্ত হয় এবং তার ন্যায়-পরায়ণতা তার জুলুমের উপর প্রাধান্য পায়, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির জুলুম তার ইনসাফের উপর অধিক হবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত হবে।" [আবু দাউদ:৩৫৩৭]

কি পয়েন্ট:

➢সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ➢ ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য। ➢ বিচারের ক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত , সামাজিক, আর্থিক, পারিবারিক, আত্মীয় কেন্দ্রিক প্রভাব।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকা। ➢ বিচারে স্বজনপ্রিয়তা না করা। ➢ প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া। ➢ ছলচাতুরি না করা। ➢ আল্লাহ সুবহানুতায়ালার সন্তুষ্টির আশায় সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

দারসুল হাদীস: মে ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:সমাজ সেবা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ." [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] بهذا اللفظ.

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিনের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ্ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ সে বান্দাকে সাহায্য করবেন। [ইমাম নববীর ৪০ হাদীসের ৩৬ নং হাদীস।]

দারস রেফারেন্স:

সূরা (২২) আল হাজ্জ:৭৭, সূরা (৯৪) আল ইনশিরাহ, সূরা (২) আল বাকারাহ্:১৯৫, সূরা (৪৯) আল হুজুরাত:১১-১৩, সূরা (১৬) আন নাহল:১২৮, সহীহ বুখারী:৫০২৭, ইবনে মাজাহ:২২৪, ৯২৫, ৩৮৪৩।

কি পয়েন্ট:

➢ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর কর। ➢ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির পশে দাঁড়ানো। ➢ মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। ➢ অপর ভাইকে সাহায্য করা।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ মানুষের বিপদ-আপদ, দুঃখ কষ্ট দূর করলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদ দূর করবেন। ➢ অভাবগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ানো। ➢ অন্যের দুষক্রটি গোপন করা, সর্বাবস্থায় গোপনীয়তা রক্ষা করা। ➢ অন্য ভাইকে সাহায্য করলে আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়া যায়।

দারসুল হাদীস: অগাস্ট ২য় সপ্তাহ :এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক: দরিদ্র (দেউলিয়া) কে?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ". قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কি বলতে পার, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেন:

আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, একে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৬৩৪৩]

দারস রেফারেন্স: :

সূরা (৪০) গাফির: ১৭, সূরা (৪) আন নিসা: ১৪৮, সহীহ বুখারী (ইলামিক ফাউন্ডেশন): ২২৮৭, ইবনে মাজাহ: ৪/৪২৪৫, সূরা (২৪) আন নূর: ২৩, সূরা (৪) নিসা: ২৯, সূরা (৫) মায়েদাহ: ৩২, সহীহ বুখারী (ইলামিক ফাউন্ডেশন): ২২৮২

কি পয়েন্ট:

➢ দরিদ্র (দেউলিয়া)। ➢ আলমে সালেহ বনাম অন্যের হক নষ্ট করা। ➢ গালি। ➢ অপবাদ। ➢ অন্যের সম্পদ ভোগ। ➢ হত্যা, রক্তাপাত।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ কাউকে গালি না দেয়া। ➢ অপবাদ না দেয়া। ➢ কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ না করা। ➢ কাউকে হত্যা না করা। ➢ অন্যের হক নষ্ট করলে কিয়ামতের দিন আমলে সালেহ দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

দারসুল হাদীস: অক্টোবর ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক: সংগঠন

الْحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ " .

"আল-হারিস আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরাত করবে এবং জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন।" [সূনান আত তিরমিজী:২৮৬৩] হাদিসের মান: সহীহ

দারস রেফারেন্স:

সূরা (৪) আন নিসা:৫৯, ৬৫, ৬৯, ১৪৬, ১৭৫, সূরা (২৪) আন নূর:৫১, ৬৩, সূরা (৩৩) আল আহযাব:৩৬, সূরা (২) আল বাকারাহ:২১৮, সূরা (৬১) আস সাফ:১১, সূরা (২২) আল হাজ্জ:৭৮, সূরা (৮) আল আনফাল:৭৪, সূরা (৪৯) আল হুজুরাত:১৫, সূরা (১৬) আন নাহল:৪১, সূরা (৩) আলি ইমরান:১০১, ১০৩, সূরা (৪২) আশ শূরা:১৩।

কি পয়েন্ট:

➢ শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরাত এবং জামা'আতবদ্ধ জীবন। ➢ জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিমাণ।

টেইক হোম ম্যাসেজ:

➢ আমীর তথা দায়িত্বশীলের কথা শুনা ও আনুগত্য করা। ➢ আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করা। ➢ জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করা। ➢ জাহিলিয়াতের মৃত্যু ও জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

আলোচনা রেফারেন্স: ২০২৪

১. **জানুয়ারী ১ম সপ্তাহ:** মুনা পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। **রেফারেন্স:** মুনা পরিচিতি, মুনা ফ্লাইয়ার, আল কুরআন ও আল হাদিসের আলোকে মুনা'র কর্মসূচি, মুনা ফ্লাইয়ার। লিংক https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/

২. **ফেব্রুয়ারী ১ম সপ্তাহ:** আল কোরআন: জানতে হবে, মানতে হবে। **রেফারেন্স:** বই: জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন, লেখক: আবদুস শহীদ নাসিম। https://www.pathagar.org/index.php?/book/detail/2839

৩. **মার্চ ১ম সপ্তাহ:** মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ও পুরস্কার। **রেফারেন্স:** সূরা (২) বাক্বারাহ: ৩-৫, ২৩৭, সূরা (৭) আল আরাফ: ৯৬, ২০১, সূরা (৩৯) আয যুমার: ৩৩, ৬১, সূরা (৩) আলি ইমরান: ১২০, ১৩৪, সূরা (৬৫) আত-তালাক্ব: ২-৫, সূরা (৮) আল-আনফাল:২৯, সূরা (১০) ইউনূস:৬৩-৬৪, সূরা (১৩) আর-রা'দ: ৩৫, সূরা (১৯) মারয়াম:৭২, সূরা (১২) ইউসুফ: ৯০, সূরা (৫৭) আল হাদীদ: ২৮, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ: ১৫, সূরা (১৬) আন-নাহল: ৩২,

৪. **এপ্রিল ১ম সপ্তাহ:** ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। **রেফারেন্স:** সূরা (৩) আলি ইমরান: ১৮, ১৯, ৮৫, সূরা (৫) মায়েদাহ: ৩, সূরা (২৮) ক্বাসাস: ৭৭, সূরা (৯) তাওবাহ: ৩৩, সূরা (৬১) সাফ: ৯, সূরা (৫৯) হাশর: ৭, সূরা (২) বাক্বারাহ: ৮৫, বই "ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা", লেখক, ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল খতীব।

৫. **মে ১ম সপ্তাহ**: নামাজই নাজাত নামাজই জান্নাত। মুনা ফ্লাইয়ার। লিংক **https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/**

৬. **জুন ১ম সপ্তাহ:** সন্তান আমার দায়িত্বও আমার। **রেফারেন্স: https://islamhouse.com/bn/articles/357535/**

৭. **জুলাই ১ম সপ্তাহ:** হিজরী সন, মুহাররাম ও আশুরার তাৎপর্য। **রেফারেন্স:** সূরা (৯) আত তাওবাহ:৩৬, সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৪৩০৫, সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৬২৭, সুনান তিরমিজী:৭৫২, ৭৫৩,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসুল (সা) বলেন- "তোমরা আশুরার দিনে রোযা রাখো, এবং ইয়াহুদীদের সাথে পার্থক্য করো। আশুরার দিনের সাথে তার পূর্ববর্তী দিন রোযা রাখো অথাবা পরবর্তীদিন।" [মুসনাদে আহমদ: ২১৫৫]

৮. **অগাস্ট ১ম সপ্তাহ:** আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়। **রেফারেন্স:** সূরা (২) বাক্বারাহ: ১৬৫, সূরা (৫) মায়েদাহ: ৫৫, সূরা (৮) আল আনফাল: ৪৬, সূরা (৩) আলি ইমরান: ১০৩, সূরা (৪) আন নিসা:৩৬, সূরা (৯৮) আল বায়্যিনাহ:৫, সূরা (১৮) আল কাহফ: ২৮, ১১০, সূরা (৪৮) আল ফাতহ:২৯, সহীহ বুখারী: ৬৫০২।

৯. **সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহ:** ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা। **রেফারেন্স:** সূরা (৩) আলি ইমরান: ১০১-১০৫, সূরা (৬) আল আনআম: ১৫৯, সহীহ বুখারী: ৭১৪৩, সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ২৫৬, সূরা (৮) আল আনফাল: ৪৬, সূরা (৫) আল-মায়েদা: ২, সূরা (৫৯) হাশর: ৭, ১৮, সূরা (৬৭) মুলক: ১২, সূরা (৯) আত তাওবাহ: ১১৯।

১০. **অক্টোবর ১ম সপ্তাহ:** মুনা কি কেন কিভাবে। **রেফারেন্স:** মুনা ফ্লাইয়ার: মুনা কি, কেন, কিভাবে..? লিংক https://muslimummah.org/dawah-materials/page/2/

১১. **নভেম্বর ১ম সপ্তাহ:** হালাল উপার্জনের গুরুত্ব। **রেফারেন্স:** সূরা (২৩) আল-মুমিনুন:৫১, সূরা (২) আল-বাক্বারাহ: ১৮৮, সূরা (৪) আন নিসা: ১০, ২৯, সূরা (৮৩) আল-মুতাফফিফীন: ১, সহীহ বুখারী: ২০৮৩, সহীহ মুসলিম (ইফাঃ): ১৮৫, ২৫২, ৩৯৯০, ২২৯২, সুনানে ইবনে মাজাহ:৪০১৯।

১২. **ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ:** মুমিনের জীবন হবে আখেরাত কেন্দ্রিক। **রেফারেন্স:** সূরা (২১) আম্বিয়া ১, সূরা (৮৪) ইনশিক্বাক ৬, সূরা (৩৯) আয যুমার: ৫৮, সুনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৪৬২।

হাদীস পাঠ জানুয়ারী: ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক: পরকালে জবাদিহিতা

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ " .

"ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে।" [সূনান আত তিরমিজী:২৪১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالاً وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ يَوْمَكَ هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لاَ . فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي " .

"আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা দুজনেই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন কোন বান্দাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেইনি এবং তোমার অধীনে জীব-জন্তু ও খেত-খামার দেইনি? তোমাকে তো স্বাধীনভাবে ছেড়ে রেখেছিলাম সর্দারী করতে এবং মানুষের নিকট হতে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে (জাহিলী যুগের একটি রীতি)। তুমি কি ধারণা করতে যে, এই দিনে আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে? সে বলবে, না। তিনি তাকে বলবেন, তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আমিও আজ তোমাকে ভুলে গেলাম।" [সূনান আত তিরমিজী:২৪২৮]

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ " .

"আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি (নিয়মিতভাবে) ঠিকমত নামায আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি নামায নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হবে। যদি ফরয নামাযের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ দেখ, বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর সকল কাজের বিচার পালাক্রমে এভাবে করা হবে।" [সূনান আত তিরমিজী:৪১৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ".

"আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।" [সহীহ বুখারী:৫১৮৮]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ ﴿هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَٰبِيَهْ﴾ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

"আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। আপনি কিয়ামাতের দিন আপনার পরিবারের কথা মনে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অবশ্য তিনটি স্থান যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ রাখবে না। মিযানের নিকট, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে তার আমলের পরিমাণ কম হবে না কি বেশী; আমলনামা প্রাপ্তির স্থান যখন বলা হবে, ''তোমার আমলনামা পাঠ করো'' [সূরা (৬৯) আল-হাক্কাহ:১৯]; কেননা তখন সবাই পেরেশান থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে নাকি বাম হাবে পাচ্ছে নাকি পিছন দিক থেকে পাচ্ছে; আর পুলসিরাতের নিকট, যখন তা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে।" [সুনান আবূ দাউদ:৪৭৫৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ فَقَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ " . قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى . قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ انْطِقِي . قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا . فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ "

"আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছিলাম। এ সময় তিনি হেসে বললেন, তোমরা কি জান, আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসুলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে যে কথা বলবে, এ জন্য হাসছি। সে (বান্দা) বলবে হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আশ্রয় দাওনি আমাকে যুলম হতে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ আমি কারো প্রতি যুলুম করি না। অতঃপর বান্দা বলবে, আমি আমার ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষী হওয়াকে জায়িয মনে করি না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং সম্মানিত লিপিকার বৃন্দও। অতঃপর বান্দার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হবে যে, তোমরা বল। তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। এরপর বান্দাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে। তখন বান্দা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করে বলবে, অভিশাপ তোমাদের প্রতি, তোমরা দূর হয়ে যাও। আমি তো তোমাদের জন্যই লড়াই করছিলাম।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৭১৭০]

عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هَلَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُذِّبَ

"'আয়িশাহ (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যারই হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। ['আয়িশাহ (রা) বলেন] আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ কি বলেননি, অতঃপর যার 'আমালনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবেই নেয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা কেবল পেশ করা মাত্র। কিয়ামতের দিন যার হিসাব খতিয়ে দেখা হবে তাকে অবশ্যই আযাব দেয়া হবে।" [সহীহ বুখারী:৬৫৩৭]

হাদীস পাঠ: মার্চ ৪র্থ সপ্তাহ: সংগঠন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন, তা হল: ১. তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে, ২. তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক করবে না এবং ৩. তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে সকল বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন: ১. বাজে কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৪৩৩২]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ " .

আবূ যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান থেকে খুলে ফেললো। [সুনান আবূ দাউদ:৪৭৫৮] হাদিসের মান:সহীহ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ".

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তিন ব্যক্তি একত্রে সফর কলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানায়। [সুনান আবূ দাউদ: ২৬০৮] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ " .

"আবূ দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কোন জনপদে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা জামা'আতে সলাত আদায়ের ব্যবস্থা না করলে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জামা'আতকে আকঁড়ে ধর। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই খেয়ে থাকে।" [সুনান আবূ দাউদ:৫৪৭] হাদিসের মান: হাসান।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلاَلَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ " .

"ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতকে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কখনোও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামা'আতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে লোক (মুসলিম সমাজ হতে) আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে।" [সুনান আত তিরমিজী:২১৬৭] হাদিসের মান: সহিহ/যঈফ [মিশ্রিত] (হাদীসে বর্ণিত "মান শাযযা শাযযা ফিননার" অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ।)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي " .

" আবূ হুরায়রা (রা) এর সুত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নের্তৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্রের দিকে আহবান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার থাকেনা) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। সে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ভাল মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করেছে মুমিনকেও রেহাই দেয়না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে না, সে আমার (কেউ) নয় আমিও তার (কেউ) নই।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৪৬৩৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَالَ " أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ " .

"ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'জাবিয়া' (সিরিয়ার অন্তর্গত) নামক জায়গায় উমর (রা) আমাদের সামনে খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে বলেন, হে উপস্থিত জনতা! যেভাবে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাড়াতেন, সেভাবে তোমাদের

মাঝে আমিও দাড়িয়েছি। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (তাদের যমানা শ্রেষ্ঠ যমানা), তারপর তাদের পরবর্তীদের যমানা, তারপর তাদের পরবর্তীদের যমানা, তারপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে। এমনকি কাউকে শপথ করতে না বলা হলেও সে শপথ করবে, আর সাক্ষ্য প্রদান করতে না বলা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে।

সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন হিসাবে শাইতান অবস্থান করে (এবং পাপাচারে প্ররোচনা দেয়)। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শাইতান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে)। যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ্ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার।" [সূনান আত তিরমিজী:২১৬৫] হাদিসের মান: সহীহ

الْحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ " .

"আল-হারিস আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরাত করবে এবং জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন।" [সূনান আত তিরমিজী:২৮৬৩] হাদিসের মান: সহীহ

ابْنَ عَبَّاسٍ. رضى الله عنهما. عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .

ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে লোক নিজ আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামাআত থেকে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলী মৃত্যুর মত। [সহীহ বুখারী:৭০৫৪]

হাদীস পাঠ: জুলাই ৪র্থ সপ্তাহ: সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?

عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'উসমান (রাঃ) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। [সহীহ বুখারি: ৫০২৭]

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ " إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا " .

মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একবার আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বভাবগতভাবে অশালীন ছিলেন না এবং তিনি ইচ্ছা করে কাউকে অশালীন কথা বলতেন না। তিনি বলতেনঃ তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র উত্তম, সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[সহীহ বুখারী, ৬০৩৫ ও সহীহ মুসলিম, ২৩২১]

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা (সহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামে কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেনঃ যার জিহবা ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। [সহীহ মুসলিম ১/১৪ হাঃ ৪২, আহমাদ ৬৭৬৫]

قَالَ النَّبِيُّ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

রাসূলুল্ললাহ (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় ভালো"। [বুখারী: ২৩০৫]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্ললাহ (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম"। [তিরমিযী, ৩৮৯৫; মিশকাত, ৩২৫২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ".

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কে উত্তম মানুষ, আমি কি তোমাদের তা জানিয়ে দেবো না? আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, তারপর কোন মানুষ উত্তম? যে নিজের মেষপাল নিয়ে মানুষদের কাছ হতে দূরে অবস্থান করে থাকে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার যে হক (যাকাত) রয়েছে তা দিয়ে দেয়। কে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক তা কি আমি তোমাদের বলে দেবো না? যার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হয় কিন্তু (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) দান করে না। [সূনান আত তিরমিজী: ১৬৫২]

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ".

রাসূলুল্ললাহ (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে সবাই কল্যাণ আশা করে, অনিষ্টের আশঙ্কা করে না"। [সুনানে তিরমিজি, ২২৬৩/২৪৩২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী মানুষ কে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে। [বুখারি: ৪৬৮৯]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। [ইবনে মাজাহ, হা. : ৪১১৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ " .

ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক, যারা সালাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে দেয়। [আবূ দাঊদ ৬৭২, মুসনাদে বাযযার ৫১৯৫]

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে এই নিবেদন করল যে, 'সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "সেই মুমিন ব্যক্তি, যে নিজ জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "সেই মুমিন, যে পার্বত্য ঘাঁটির মধ্যে কোন ঘাটিতে আল্লাহর ইবাদতে প্রবৃত্ত থাকে ও জনগণকে নিজের মন্দ থেকে মুক্ত রাখে।" [সহীহ বুখারী: ২৭৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا "

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম। [তিরমিজী: ১১৬২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ " كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ " . قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ " هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ " .

রাসূলুল্ললাহ (সা.) বলেন, “শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো যার অন্তর পরিচ্ছন্ন ও মুখ সত্যবাদী। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! সত্যবাদী মুখ বোঝা গেল, কিন্তু পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী কে? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে অন্তর স্বচ্ছ ও নির্মল, মুত্তাকি, যাতে কোনো পাপ নেই, বাড়াবাড়ি বা জুলুম নেই, নেই খেয়ানত ও বিদ্বেষ”। [সহিহুল জামে, ৩২৯১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: তাবুকের বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশে খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সওয়ারীতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ও অধম ব্যক্তির সংবাদ দেব না? লোকের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি আমৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে, ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে অথবা তার উটের পৃষ্ঠে থেকে অথবা পদব্রজে। আর অধম সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি গুনাহর কাজ করে, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, কিন্তু মন্দ থেকে বিরত থাকে না। [সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩১১০]

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

’ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। ’ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি দু’বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই- তারপর এমন লোকেরা আসবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের নিকট আমানত রাখা হবে না। তারা মানত করে তা পূরণ করবে না। তারা দেখতে মোটা তাজা হবে (অর্থাৎ তারা যে কোন উপায়ে অর্জিত হারাম মাল ভক্ষণ করে নিজেদেরকে মোটা তাজা করবে।)। [সহীহ বুখারী: ৬৪২৮]

হাদীস পাঠ: ডিসেম্বর ২য় সপ্তাহ: এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক: হালাল হারাম

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" .

“সালমান আল-ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা এর নিকট ঘি, পনির ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন।” [সুনানে ইবনে মাজাহ:৩৩৬৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ" .

“আবূ হুরাইরাহ্ (রা) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে।” [সহীহ বুখারী:২০৫৯]

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" .

"নাওয়াস ইবনু সাম'আন আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন উত্তর দিলেন, পূণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে যা তোমার (অন্তরে) খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানূক তা তুমি অপছন্দ কর।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৬২৮৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ .

"আবূ হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. অভিসম্পাত করেছেন ঐসব পুরুষকে যারা নারীর অনুরূপ পোশাক পরে এবং ঐসব নারীকে যে পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে।" [সুনান আবূ দাউদ:৪০৯৮]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ. رضى الله عنه. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " .

"সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।" [সহীহ বুখারী:৬৭৬৬]

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ. رضى الله عنهما. أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ، أَنَّ هِرَقْلَ، قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ.

"'আবদুল্লাহ ইবনু 'আববাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুফইয়ান (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] তোমাদের কী কী আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে সালাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই নাবীগণের সিফাত।" [সহীহ বুখারী: ২৬৮১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. رضى الله عنه. لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. مَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

"আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য যে নারী উল্কি আঁকে ও আঁকায়, যে নারী ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং যে নারী দাঁত কেটে চিকন করে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক করে- যে কাজগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে রূপান্তর ঘটে, এদের উপর আল্লাহ্‌ অভিশাপ বর্ষণ করুন। আমি কেন তার উপর অভিশাপ করব না, যাদের উপর আল্লাহ্‌র রাসূল সা. অভিশাপ করেছেন এবং মহান আল্লাহ্‌র কিতাবেই তা বিদ্যমান আছে।" [সহীহ বুখারী:৫৯৪৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ " .

"আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি যে কুকর্মটি আমার উম্মাতের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সর্বাধিক ভয় করি তা হল লুত সম্প্রদায়ের কুকর্ম।" [সুনান আত তিরমিজী:১৪৫৭]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ".

" আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সা ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক বিনষ্ট করে তার জন্য আল্লাহ্‌ জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। তখন জনৈক ব্যাক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! অতি সামান্য বস্তু হলেও? রাসুলুল্লাহ সা বললেন, আরাক (বাবলা গাছের মত এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছের) গাছের ডাল হলেও এ শাস্তি দেয়া হবে।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৫২]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ ".

"নুমান ইবনু বাশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সা. বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ হওয়া সুস্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহসমূহ আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা, যে জানোয়ার সংরক্ষিত এলাকার চার পাশে চরতে থাকে, তার ঐ সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।" [বুখারী:২০৫১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ ".

" আবূ হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন রকমের মানুষ, যাদের সঙ্গে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। (১) যে লোক তার মালের উপর এ মিথ্যা কসম করে যে, একে এখন যে মূল্যে বিক্রি করা হলো এর চেয়ে অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করে যাচ্ছিল। (২) যে লোক কোন মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করার জন্য 'আসরের সালাতের পর মিথ্যা শপথ করে। (৩) এক লোক সে, যে প্রয়োজনের বেশি পানি আটকিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তাকে উদ্দেশ্য করে ক্বিয়ামাতের দিন বলবেন, আজ আমি আমার অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব, যেমনি তুমি সেই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করতে যা তোমার হাতে অর্জিত নয়। " [সহীহ বুখারী:৭৪৪৬]

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ".

"আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কীভাবে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়।" [সহীহ বুখারী:৫৯৭৩]

মাসায়েল রেফারেন্স: ২০২৪

১. জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব ও মহিলাদের জামায়াতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৯৯-২০০।

২. যাকাত: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড, পরিচ্ছেদ ৩-১১) পৃষ্ঠা: ২৮৪-২৯০।

৩. ইতিকাফ: ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮-৩৯৬

৪. বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত পাত্র-পাত্রীর সাক্ষাতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩৭-৪০।

৫. কর্জ বা ঋণ: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৫২-১৫৪।

৬. নামাযের সুন্নতসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৬৩।

৭. মোজার উপর মাসেহ করা, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৯।

৮. নামাযে যেসব মাকরূহ ও যেসব কারণে নামায বাতিল হয়। ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৬।

৯. শপথ, ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড), পৃষ্ঠা ১০৩-১০৯।

১০. মৃত ব্যক্তির প্রতি উপকারী আমলসমূহ: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৪৬৫-৪৬৬।

১১. মসজিদের বিবরণ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা ২১৪-২২০।

১২. রোগীর সেবা। ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা:৩৯৭-৪০৫।

১৩. ওযু: অযুর ফরয, সুন্নাত ও অযু ভঙ্গরে কারণসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড), পৃষ্ঠা: ৫২-৬০।

১৪. গোসল: যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, গোসলের আরকান ও সুন্নতসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড), পৃষ্ঠা: ৬৯-৭৭

১৫. জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের করণীয়।

১৬. নামাজের আহকাম ও আরকান।

১৭. ভরণ পোষণ: ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৩-২৯৪।

১৮. পোশাক সম্পর্কে শরিয়তের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ২৬৯-২৭২।

১৯. নাপাকির প্রকারভেদ (১৩ প্রকার নাপাক জিনিসের বর্ণনা): ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩৬-৪১।

২০. আকিকা: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ২১৫-২১৭।

২১. কনে নির্বাচন ও বর নির্বাচন: ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩২-৩৪।

২২. সুদ: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৪৭-১৫১।

২৩. হজ্জের মর্যাদা, ফরযিয়াত ও হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৫১৭-৫২৮।

২৪. মলমুত্র ত্যাগের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৭।

২৫. মৃত্যুপথযাত্রীদের প্রতি করণীয়: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৪০৯-৪১২।

২৬. মান্নতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১১২-১১৫।

২৭. জবাই: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ২০৫-২০৮।

মাসায়েল বই লিংক

- ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড):
  https://www.pathagar.com/book/detail/1712

- ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড):
  http://www.pathagar.com/book/detail/1713

- ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড):
  http://www.pathagar.com/book/detail/1714

সামষ্টিক পাঠ রেফারেন্স: ২০২৪

১. মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, নঈম সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৮০-৮৭। (রাসূলুল্লাহ সা. এর কথাবার্তা ও বক্তৃতা)।
বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/622

২. ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, সাইয়েদ হামেদ আলী, দ্বিতীয় অধ্যায় (আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক)।
বইর লিংক: https://www.pathagar.org/index.php?/book/detail/1657

৩. আখেরাতের জীবনচিত্র, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।
বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/3650

৪. ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা, লেখক: আব্দুস শহীদ নাসিম, পৃষ্ঠা:১৪-২৯।
বইর লিংক **https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/**

৫. বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের কর্মনীতি, লেখক: শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায, পৃষ্ঠা:৫-৩১।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/1108

৬. আখেরাতের প্রস্তুতি, লেখক: অধ্যাপক মফিজুর রহমান, পৃষ্ঠা: ১৩-১৮।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/3459

৭. সফল জীবনের পরিচয়, লেখক: এ.কে.এম.নাজির আহমদ।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/1298

৮. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, লেখক: মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/19

৯. কর্ম পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ২১-২৬।

১০. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেখক: খুররম জাহ মুরাদ, প্রথম অধ্যায়।

বইর লিংক: **https://www.pathagar.org/book/detail/1004**

১১. সাহাবা জীবনী: আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ(রা:), আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ প্রথম খণ্ড।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/287

১২. সাহাবা জীবনী: বিলাল ইবন রাবাহ (রা:), আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ প্রথম খণ্ড।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/287

১৩. সাহাবা জীবনী: সাফিয়্যা বিনতি আব্দুল মুত্তালিব (রা:), আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ ষষ্ঠ খণ্ড।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/292

১৪. সাহাবা জীবনী: উম্মু সুলাইম বিনত মিলহান (রা:), আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ ষষ্ঠ খণ্ড।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/292

১৫. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, নঈম সিদ্দিকী, ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায়।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/28

১৬. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, নঈম সিদ্দিকী, দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৭. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, নঈম সিদ্দিকী, তৃতীয় অধ্যায়।

১৮. ইসলামী সংগঠন, এ.কে.এম.নাজির আহমদ, অধ্যায় ১-৩ (পৃষ্ঠা ৫-১২)।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/29

১৯. ইসলামী সংগঠন, এ.কে.এম.নাজির আহমদ, অধ্যায় ১৭-১৮(পৃষ্ঠা ৬৭-৭৭)

২০. ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ও ইহতিসাব, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, (পৃষ্ঠা ১৬-২৭)।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/book/detail/363

২১. ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ও ইহতিসাব, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, (পৃষ্ঠা ৮৫-১০৩)।

২২. আদর্শ কীভাবে প্রচার করতে হবে, আবু সলিম মুহাম্মদ আব্দুল হাই।

বইর লিংক: https://www.pathagar.org/index.php?/book/detail/285/1

২৩. দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, লেখক: মওলানা আমীন আহসান এসলাহী, পৃষ্ঠা: ১৭-৪০। বইর লিংক

বইর লিংক: https://www.pathagar.com/book/detail/578

হাদীস মুখস্থ: রেফারেন্স: ২০২৪

১. হাদীস মুখস্থ: জানুয়ারী: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

কালেমায়ে তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া, জান্নাতে যাওয়ার গ্যারান্টি:

"مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ".

"মু'আয ইবনু জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার সর্বশেষ বাক্য হবে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [সুনান আবূ দাউদ : ৩১১৬] হাদিসের মান: সহীহ

২. হাদীস মুখস্থ: ফেব্রুয়ারী: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

রবেই আমাদের সব:

"ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا" .

"আল-আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নাবী হিসেবে খুশী মনে মেনে নিয়েছে।" [সূনান আত তিরমিজী:২৬২৩] হাদিসের মান: সহীহ

৩. হাদীস মুখস্থ: মার্চ: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

দাওয়াত দানের কৌশল:

"يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا" .

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।" [সহীহ বুখারী:৬৯]

৪. হাদীস মুখস্থ: এপ্রিল: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

দাওয়াত দানের ফজিলত:

"وَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِهُدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ" .

"সাহল ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তোমার চেষ্টার দ্বারা আল্লাহ্ একটি লোককে হেদায়েত দেন, তবে তা হবে তোমার জন্য এক পাল লাল উটের চেয়েও উত্তম।" [সুনান আবূ দাউদ:৩৬৬১] হাদিসের মান: সহীহ

৫. হাদীস মুখস্থ: মে: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

সফরেও সংঘবদ্ধ থাকার নির্দেশ:

"إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ" .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তিন ব্যক্তি একত্রে সফর কলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানায়। [সুনান আবূ দাউদ: ২৬০৮] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

৬. হাদীস মুখস্থ: জুন: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণতি:

"مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ" .

আবূ যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান থেকে খুলে ফেললো। [সুনান আবূ দাউদ:৪৭৫৮] হাদিসের মান:সহীহ

৭. হাদীস মুখস্থ: জুলাই: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

কুরআনের প্রশিক্ষক সর্বোত্তম ব্যাক্তি:

"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ" .

"উসমান (রা) সূত্রে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যাক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।" [সহীহ বুখারী:৫০২৭]

৮. হাদীস মুখস্থ: অগাস্ট: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য রাসুল সা. প্রেরিত হয়েছেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ.

“আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি” [আল-আদাবুল মুফরাদ:২৭৩] হাদিসের মান: সহীহ

৯. হাদীস মুখস্থ: সেপ্টেম্বর:২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ্‌র দয়া পাওয়া যায়:

"لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ".

“জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না।” [সহীহ বুখারী:৭৩৭৬]

১০. হাদীস মুখস্থ: অক্টোবর: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

মানুষকে খাওয়ানো তথা সমাজ সেবার মাধ্যমেও জান্নাতে যাওয়া যায়:

"اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ".

“আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা দয়াময় রাহমানের ইবাদাত কর, (মানুষকে) খাবার খাওয়াও এবং সালামের অধিক প্রচলন ঘটাও, তবেই নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে।” [সূনান আত তিরমিজী:১৮৫৫] হাদিসের মান:সহীহ

১১. হাদীস মুখস্থ: নভেম্বর: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

মুমিনদের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রসাদের মতো:

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا". وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

“আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, একজন মু’মিন আরেকজন মু‘মিনের জন্যে ইমারতস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ ব’লে তিনি তার হাতের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করালেন।” [সহীহ বুখারী:৪৮১]

১২. হাদীস মুখস্থ: ডিসেম্বর: ২য় সপ্তাহ, এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:

প্রতিবেশীর অধীকার ও নিরাপত্তা দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব:

"لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ".

“আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যাক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৭৮]

দু’আ রেফারেন্স: ২০২৪

১. <u>মহামারী থেকে বাঁচার দু’আ</u>:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ".

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি হতে।” [আবূ দাউদ:১৫৫৪]

২. <u>সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার</u>:

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ".

"হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। যে ব্যাক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যাক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দু'আ পড়বে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।" [সহীহ বুখারী:৬৩০৬]

৩. মধ্যরাতে (তাহাজ্জুদ) সালাতের জন্য উঠে যে দু'আ পড়তে হয়:

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মধ্যরাতে সালাতের জন্য উঠে দাঁড়াতেন তখন বলতেন:

" اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ".

"হে আল্লাহ! তোমারই সব তারীফ, তুমিই আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর নূর, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রা, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতে যা কিছু আছে সবারই রব। তুমিই তো সত্য, তোমার ওয়াদা তো সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য।

হে আল্লাহ! তোমারই জন্য আত্মসমর্পিত আমি, তোমার উপরই ঈমান রাখি। তোমার উপরই করি ভরসা তোমার দিকে মনোযোগী হই। তোমার বিষয়ে বিবাদ করি, তোমাকেই হাকিম মানি। ক্ষমা করে দাও যা আগে করেছি যা পরে করেছি যা গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই তো আমার মা'বুদ। কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া।" [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪১৮]

৪. দ্বীন, দুনিয়া, হায়াত-মাউতের কল্যানের দু'আ:

"اَللهم أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ" .

"হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীন ইসলাহ (পরিশুদ্ধ) করে দিন, যে দ্বীনে আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবিকা (রয়েছে), আপনি ইসলাহ (কল্যানকর) করে দিন আমার আখিরাতকে, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। আপনি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দিন প্রত্যেকটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং আপনি আমার মৃত্যু কে আরামদায়ক বানিয়ে দিন সব মন্দ থেকে।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬৬৫৫]

৫. চার বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ" .

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত নয়, এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এমন ইলিম থেকে যা উপকার করে না। আমি তোমাদের কাছে এই চারটি থেকে পানাহ চাই।"। [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪৮২]

৬. হালাল উপার্জন ও ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার দু'আ:

"اَللهم اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ" .

"হে আল্লাহ! হারাম থেকে মুক্ত রেখে তোমার প্রদত্ত হালাল বস্তুই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও।" [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৫৬৩]

৭. রিজিক বৃদ্ধি ও অভাব দূর হওয়ার দু'আ:

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

"হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকট আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ কর যা আমাদের প্রথম থেকে শেষ সকল ব্যক্তির জন্য আনন্দের ব্যাপার হবে আর হবে তোমার থেকে একটা নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই সর্বোত্তম রিযকদাতা। " [সূরা আল মায়েদা:১১৪]

৮. বলা-মুসিবত ও দুশমনি থেকে মুক্ত হওয়ার দু'আ:

اَللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

"হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা, দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি।" [সহীহ বুখারী: ৬৩৪৭]

৯. সৃষ্টির ক্ষতি থেকে হিফাজতের দু'আ:

উসমান ইবনু আফফান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিদিন ভোরে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় যে কোন বান্দা এ দু'আটি তিনবার করে পাঠ করবে কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আল্লাহর নাম নিচ্ছি। যমিন ও আসমানের কোন কিছুই যাঁর নামের বরকতের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৩৮৮]

১০. জান্নাতে খেজুর গাছ রোপণ করার দু'আ:

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লিহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর চারা রোপণ করা হবে।

"سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ"

"আমি মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি" [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪৬৫]

১১. মজলিস থেকে উঠে আসার সময় দু'আ:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি"। [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪৩৩]

১২. দারিদ্রের সংকট, গুনাহ মাফ ও অন্তর পরিচ্ছন্ন করার দু'আ:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ،

اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ".

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে জাহান্নামের সংকট, জাহান্নামের শাস্তি, ক্বরের সংকট, ক্বরের শাস্তি, প্রাচুর্যের ফিতনা ও অভাবের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধৌত করুন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি শুভ্র বস্ত্রের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে আমার গুনাহ থেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, গুনাহ এবং ঋণ হতে''। [সহীহ বুখারী: ৬৩৭৭]

১৩. কৃত আমল ও না করা আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

''হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সে সব আমলের অনিষ্ট থেকে, যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি (তার অনিষ্ট থেকেও)''। [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৬৬৫০]

১৪. সালাত শুরু করে বিশেষ দু'আ (অবশিষ্টাংশ):

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ آمَنْتُ بِكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ "

'' হে আল্লাহ! তুমিই তো আধিপতি, নেই ইলাহ তুমি ছাড়া। তুমিই তো আমার প্রভু, আমি তো তোমার দাস। আমি যুলুম করেছি আমার উপর। আমি স্বীকার করছি আমার আপরাধ। মাফ করে দাও আমাকে। আমার পাপরাশি সবই। গুনাহ্ তো মাফ করতে পারে না কেউ তুমি ছাড়া। হেদায়াত দাও আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের। সুন্দরতম আখলাকের পথ-নির্দেশনা করতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। আমার থেকে তুমি ফিরিয়ে রাখ মন্দ চরিত্রসমূহ। মন্দ চরিত্র থেকে ফিরাতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। ঈমান এনেছি তোমার উপর। বরকতময় তুমি, সমূচ্চ তুমি, তোমার কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করি আর তোমার দিকেই ফিরে আসি।'' [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

১৫. রুকুর বিশেষ দু'আ:

" اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي "

''হে আল্লাহ! তোমর জন্যই আমি রুকু করছি। তোমারই উপর এনেছি ঈমান, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত, বিনয়ানবত তোমার জন্য আমার কান, আমার চোখ, আমার মগজ, আমার হাড়, আমার শিরা-উপশিরা সবই।'' [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

১৬. রুকু থেকে মাথা তুলে বিশেষ দু'আ:

" اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "

''হে আল্লাহ, আমার প্রভু! আকাশমণ্ডলী ও সম্পূর্ণ জগৎসমূহ এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা এবং তুমি যা আকাঙ্ক্ষা কর সেটাও পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা''। [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

১৭. সিজদার বিশেষ দু'আ:

" اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ "

''হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই সাজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আন্লাম, তোমার জন্যই ইসলাম কবুল করলাম। আমার মুখমণ্ডল তার জন্য সাজদাহ করল। যিনি আমার চেহারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে সুন্দর মুখমণ্ডল দান করেছেন এবং তা ভেদ করে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা কত মহান''। [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

১৮. তাশাহহুদ ও সালামের মাঝখানের বিশেষ দু'আ:

" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ "

''হে আল্লাহ! আমি পূর্বে ও পরে, লুকায়িত ও প্রকাশ্য এবং আমার প্রসঙ্গে তোমার জানা মতে যা কিছু আমি করেছি, তুমি তা ক্ষমা করে দাও। তুমিই শুরু এবং তুমিই শেষ। তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই"। [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২২]

১৯. নেক সন্তান লাভের দু'আ:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।" [সূরা (৩) আল-ইমরান: ৩৮]

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। [সূরা (৩৭) আস সাফফাত: ১০০]

২০. রোগীর জন্য দু'আ:

"لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ".

"কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইশাআল্লাহ গোনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।" [সহীহ বুখারী: ৩৬১৬]

"اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا".

"হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না।" [সহীহ বুখারী: ৫৭৪৩]

২১. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُ يْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই- দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণভার ও মানুষের প্রভাবাধীন হওয়া থেকে।" [সহীহ বুখারী: ৬৩৬৯]

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ".

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা চাই।" [আবূ দাউদ:৫০৭৪]

২২. হালাল উপার্জনের দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবূল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি।" [সুনানে ইবনে মাজাহ: ২/৯২৫]

END